দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 10 JUN 1989

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা: শনিবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

বিদ্যালয় বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি ও শিক্ষা

রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় ভেঙ্গে ফেলা হবে। এটি ওসমানী উদ্যানে অবস্থিত। আগে এলাকাটা ছিল রেলওয়ে কলোনী। রেল ষ্টেশন ফুলবাড়িয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় পাকিস্তান আমলে। কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন নির্মাণের পর এখানকার রেলওয়ে কলোনী ধীরে ধীরে উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর স্বাধীন দেশে এই এলাকায় গড়ে উঠে ওসমানী উদ্যান এবং ওসমানী মিলনায়তন। তার মধ্যে নবরত্ন সভার মাঝে 'এক-টেরে'র মত বিদ্যালয়টি মানানসই নয়। তবুও তার আয়ুষ্কাল শেষ হতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

বিলম্বের কারণ হয়ত চক্ষুলজ্জা। তার উপর রয়েছে গালভরা শ্লোগান ২০০০ সালের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে। কেউ অশিক্ষিত থাকবে না। কিন্তু এবার মনে হয় যে চক্ষুলজ্জার অবসান হয়েছে।

এদিকে স্বাধীন দেশের রাজধানী শহর ঢাকায় হু হু করে জনসংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। অথচ সে তুলনায় নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে কম। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা আমাদের একটা স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

রমনা-রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় উচ্ছেদ ও বর্তমান বিদ্যালয় ভবনটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের মুখে ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতি বিদ্যালয়টি সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে নেবার এবং পুনঃ নির্মাণের আশ্বাস দেন।

রমনা রেলওয়ে বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করে ওখানকার সৌন্দর্য বিধান করা হোক কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হোক তাতে আপত্তির কিছু নেই।

কিন্তু স্কুলটি ভেঙ্গে ফেলার আগে আর একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ নৈতিকতা ও শিক্ষার স্বার্থ উভয় কারণেই বিবেচনা করা উচিত ছিল।

কেন সে বিবেচনা গত ৪ বছরে হল না--সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া দূরে থাক একটি চালু স্কুল অন্যত্র স্থানান্তর করা অর্থাৎ তার জন্য জমি বরাদ্দ, ভবন নির্মাণ ইত্যাদির ব্যয়ভার রাষ্ট্রের বহন করা নৈতিক কর্তব্য। সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব আজও। রাষ্ট্রপতির আশ্বাসও কাজে লাগলো না।

এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেনদরবার করেছেন। কোথায় জায়গা পাওয়া যাবে তাও বলেছেন। শুধু প্রয়োজন সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন।--এ যাবৎ তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি দেনদরবার সত্ত্বেও। গত বছরও শিক্ষকরা গিয়েছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তারা ব্যর্থ হয়েছেন বলতে হবে।

স্কুলটি ভেঙ্গে ফেলা হলে ওই স্কুলের সাড়ে ছয়শ' ছাত্রছাত্রী কোথায় যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে আপাততঃ তারা মুসলিম স্কুলে ক্লাস করুক। কারণ গণপূর্ত বিভাগ ইতিমধ্যেই স্কুলটি বিক্রয়ের জন্য নিলাম ডেকেছে।

এদেশে জরুরী ভিত্তিতে ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়, গলফ কোর্ট নির্মাণ করা হয়, প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়, কিন্তু স্কুল নির্মাণ করা হবে জরুরী ভিত্তিতে এটা তো অভাবনীয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নড়াচড়া করতে পারেন না। কারন আমাদের জাতীয় স্বার্থ হল উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের ধরণ-ধারণে চলা। নতুবা মান মর্যাদা থাকে না। দেশের লোক শিক্ষা পাবে কি পাবে না ওটা সমস্যা নয়। শুধু জনসভায় ও সেমিনারে শিক্ষা সম্পর্কে গালভরা বুলি। শিক্ষাখাতে টাকা বরাদ্দের অংক দেখিয়ে লোক ভুলানো প্রচারের ঠাট ঠিকমত বজায় রাখলেই চলে।

অপর একটি স্কুলে গিয়ে ক্লাস করার ক্ষেত্রে, দূরত্বের অসুবিধার কথা বাদ দিলেও ওই স্কুলে স্থান সংকুলান হবে না। শিফট করে ক্লাস হবে। নানা সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব ভেবে দেখার সময় কোথায়।

আর এটা তো অস্থায়ী ব্যবস্থা। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাটা স্থায়ী হবে, কালক্রমে এই আশংকা সত্যে পরিণত হলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও তার জন্য জমি বরাদ্দের ভাবনা করা তো বাতুলতা। এ ক্ষেত্রে টাকার প্রশ্ন উঠবে। কোন জায়গা দেয়া হবে না হবে তা নিয়ে ফাইল চালাচালি হবে। সিদ্ধান্ত ও পাল্টা সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, কাজ হবে না।

শিক্ষকদের পক্ষে এ নিয়ে লেগে থাকা সম্ভব নয়। সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষকরা কী ধরনের ব্যবহার পান সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। তাদের কথার গুরুত্ব কেউ দেন না। শুধু সভা সমিতিতে বলা হয় যে, তারা মানুষ গড়ার কারিগর। বাস্তবে তাদের বেতন ও জীবনযাত্রায় এই মহান পেশার ছাপ পড়ে না। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তার ভার তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে আমাদের রাষ্ট্র নায়করা পরম পরিতৃপ্তি পান। আর সাধারণ অভিভাবক। তাদের তো পাত্তা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের বিলুপ্তি অনিবার্য বলা চলে।

ভাঙ্গার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য নেই আমাদের। কিছু গড়তে গেলে মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। শিক্ষাকে জরুরী বলে গণ্য করার মানসিকতা এ দেশে কোন সরকার দেখাননি। বর্তমান সরকার সে ধরনের আগ্রহ ও গুরুত্ব বিবেচনা করলে তো ঐতিহ্য থাকে না। সুতরাং তারা নিশ্চিন্ত মনে আশ্বাস দেন আর এমন বিকল্প ব্যবস্থা দেন যে, তা শুনে অবাক হতেও ভুলে যেতে হয়।

কারণ, যেটা বরাবর চলে আসছে তার ব্যতিক্রম হলেই তো বিস্মিত হবার কথা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ প্রশ্ন করে কোনদিনই জবাব পাওয়া যাবে না, এই বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়টি বিক্রির নোটিশ দিলে কি দেশের স্বার্থ রসাতলে যেত না জাতির মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন হত।

শুধু তাদের আশ্বাসের উপর ভরসা রেখে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত যে তারা করেছেন এ জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে সরকার গুরুত্ব দেওয়ার পরও যদি বিদ্যালয় স্থানান্তরের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করে ছাত্রছাত্রীদের কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয় তখন দুঃখ ও বেদনা বোধ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।